সেই যে আমার নানা রঙ্গের দিনগুলি

মমতা চৌধুরী

‘অতিথী পাখী’

এই পৃথিবীর পথে পথে আমি এক আগুন্তক। - কোন অলখপুরী থেকে এই সুদূর মাটির উষ্ণতার একটু ছোঁয়া পেতে উড়ে আসা এক অতিথী পাখী। মহাকালের চক্রে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে চলতে চলতে ধূমকেতুর পুচ্ছের একবিন্দু আলোর রশ্মি হয়ে মাঘের এক গভীর রাতে একজোড়া মানব মানবীর স্বপ্নের ছায়া হয়ে ঠাঁই মিললো শ্যামল কোমল প্রকৃতির কোলে কিছুটা সময়ের জন্য। হাজার যুগের বিদগ্ধ আত্মা আমার পেল নিটোল পেলবতা - নবজন্ম হলো তার বাংলার মাটি জলে। রজনীগন্ধার সুরভী নিয়ে প্রতি প্রহরে ধীরে ধীরে বিকশিত হলো এক নূতন প্রাণ - উৎস থেকে আর এক নব উৎসে - সৃষ্টির মহেন্দ্র ক্ষণ থেকে ছোট্ট এক মাটির ঘরে।

বেড়ে উঠে হৃদয় প্রতিদিন - উৎসাহ, উদ্দীপনা আর পরম ঔৎসৌক্য নিয়ে - নিজের আবেষ্টনি থেকে - যেমনি কুড়ি থেকে পাপড়ি মেলে শতদল, যেমনি শুয়োপোকা থেকে পাখা মেলে রঙ্গিন প্রজাপতি। প্রতি শ্রাবনে, ফাগুনে জমে কত পলিমাটি অভিজ্ঞতা সঞ্চারনে। আলো হাওয়ার পরশে বেড়ে উঠে বাহ্যিক অবয়ব। শ্যামল প্রকৃতির মাঝে আমার হৃদয় যেন এক খন্ড বাংলার মাটি। বসন্তের আগমনে কৃষ্ণচুড়ার তপ্ত রঙ্গে সে যেন আপন কস্তুরী গন্ধে পাগলপাড়া এক চপলা হরিনী। সূর্য-দীপ্ত মন আমার শিখা অনির্বান যেন পূজোর থালায়। বাংলার ঘননীল মেঘের প্রতিক্ষায় তৃষিত চাতকের মত কখনো বা সে ‘চোখ গেল‘, ‘চোখ গেল’ ডেকে চলে নীরবে শাওন মেঘের নিবিড় স্পর্শের কামনায় । জীবনের বন্যায় আমার হৃদয় ভেসে চলে ভবিষ্যতের পানে - অজানাকে জয় করার নেশায় মত্ত হয়ে। এক গন্তব্য থেকে আমি ছুটে চলি আর এক গন্তব্যে। বিজয়ানন্দে। তারপর, সেই অভিষেকের উৎসব। হঠাৎ ই সুর ছিঁড়ে যায়। আমার বিজয় মাল্যে দেখি শিশির হয়ে জড়িয়ে আছে হাজারো না বলা কান্না আমারি হৃদয়ের।

ভাবি কে আমি? কোথায় চলেছি? কোথায় থামব? কত দূর? কত যুগ? অনেক কোলাহলেও নিঃস্তব্ধ হয়ে থাকে আমার হৃদয়, আবার এক গহীন নিস্তব্ধতায় গুঞ্জরিত হয় সে সহস্র কন্ঠ হয়ে। কখনও সে বাংলার প্রতিবাদ মুখর জনগণ - আবার কখনও সে ভ্রুক্ষেপহীন নিরো - নিজের বাঁশির সুরে মগ্ন এক আত্মভোলা সম্রাট যেন জলন্ত অগ্নিকুন্ডে।

আমার চারপাশের জগৎ সংসার বধির হয়ে থাকে। ভাবি আবারও - কে আমি? কোথায় আমার নোঙ্গর এই সংসার সমুদ্রে? ঐ যে ছোট্ট কোমল মেয়েটা আনমনে গান গাইছে পড়ার টেবিলে বসে - কে সে? কি সম্পর্ক তার সাথে আমার? আমার আত্মজা! আমারই রূপান্তর! একদিন আমি যখন আবার ফিরে যাব মহাকাশের ছায়াপথে আলোর ধারায়, আমার আত্মার কিছুটা বিদ্যুৎ ছটা কি থেকে যাবে - বেড়ে উঠবে ঐ শ্যামল কোমল দেহের ছায়ায়!

একাকী দ্বীপের নির্জনতায় নির্বাসিত আমার এ হৃদয় - চলতে চলতে বলতে বলতে তাই তো হৃদয় মোর থম্‌কে থামে। - কোথা থেকে হঠাৎ আলোর ইশারায় মননে জেগে উঠেই হারায় সেই উৎসের ঠিকানা - বুঝে উঠার আগেই আবার বিস্মৃত হয় মোর চলার শুরুর স্মৃতি। হৃদয় আমার ছুটে চলে এক অনন্ত থেকে আর এক অনন্ত পানে। ঐ যে কয়েক হাজার মাইল দূরে নারী একজনা, হাতের কাজ হঠাৎ ই সরিয়ে রেখে আনমনা! কে সে? আমার মা - আমারই রূপান্তরিত রূপ - কিংবা আমি তার! কেন তার অনুভবের ঢেউগুলো আমার মানসে এসেও মৃদু কম্পন তুলে! সে ই তো আমার প্রবেশদ্বার এই ভূবনের। তারপর এই পৃথিবীর তরুছায়ায় আমার ক্ষণিকের বিরাম কিংবা শুধুই মুখোশের অন্তরালে আগে থেকেই বাঁধা চরিত্রে অভিনয় এই জীবনের নাট্যমঞ্চে। ভাবতে ভাবতে মন আনমনা হয় - অথচ শরীর চলে সময়ের হাত ধরে। ঐ অনমনা মনকে দলে গড়ে উঠে সভ্যতা- হাজার হাজার কিলোমিটার পথ - জনপদ - সারি সারি কম্পপিউটার। আর তার সাথে মুখ বুজে চলা আমি এক যান্ত্রিক প্রাণী। যুদ্ধবন্দির মত আমার দেহ ভবের কারাগারে শাস্তিমুক্তির প্রহর গুনে- অহর্নিশি কাজ করে যায় মনকে বন্দি রেখে দেহের অতলে।

ঐ যে একদল উচ্ছল মানুষ - ওরা কারা? আমার বন্ধু? হিতৈষী? সহকর্মী? কাছের জন? কি জানি! আমি ওদেরকে চিনতে পারিনা- না চিনেও অনেক চেনার অভিনয়ে স্মিত হাসি টেনে রাখি অধরে। কি সম্পর্ক ওদের সাথে আমার! ওরা আমাকে আমাতে দেখতে চায় না, ওরা আমার কাষ্ঠ্যপুত্তলিকার অভিনয়কে করতালিতে অভিনন্দিত করে। ওরা যেমনি আমায় মুগ্ধতার উপহার অঞ্জলীতে ভরে ক্ষণে ক্ষণে আবার আমায় কন্টকহারে শোভিত করতেও দ্বীধাবোধ করে না পরঃক্ষণে।

আর আমি? সে ই বা কে? কোথায় সেই বিদ্যুৎ আখি, মসৃন ত্বক, কিংকন বাহু, হরিন গতি? কোথায় সেই আকাশ আর সাগর নীলে মেশা হৃদয় আমার? আমার এই পরবাসী হৃদয়ের কাছে আমিই এক চির অপরিচিতা। মনের মুকুরে যে ছবি ভেসে উঠে সে কে? এ - ই কি আমি? উজ্জ্বল কজ্জ্বোল দু'আঁখির আড়ালে আমর হৃদয়ের আঁখি দুটি কেন এত বেদনাহত - কেন এত নীলের ছোঁয়া - বিষন্ন - একাকী - পথহারা! আমার হৃদয় ললাটে জ্বলে না আর কাঁচপোকার সোনালী টিপ, কর্ণে দুলে উঠেনা আর 'চৈতি চাঁদের দুল', রাতুল শোভায় ঝল্‌মল করেনা আর আমার মন মন্দিরের শত ঝাড়লণ্ঠন।

হৃদয়কে কে যেন হেমন্তের ঝড়া পাতার মত ডেকে ফিরে অনন্তপানে। আমার পরান পাখী সোনার খাঁচায় বন্দি হয়ে ছট্‌ফট্‌ করে- উড়ে যেতে চায় কোন নিঃসীমে! বার বার সে দেহের প্রাচীরে বাঁধা পেয়ে আহত হয় - লুটিয়ে পড়ে মাটির ঘরে একদিন। আর সেই রক্তাক্ত প্রাঙ্গন থেকে আমার আত্মা তার চির শুভ্রতা নিয়ে আলোর রশ্মি হয়ে মনোজগতের একস্তর থেকে পাড়ি দেয় আর একস্তরে। এতদিনে যেন দেহ আমার ভার মুক্ত হয় ভবের বৈভব থেকে - এবার তাকে স্হান করে দিতে হবে নূতনের জন্য।

পৃথিবী জুড়ে এত মানব মানবী - এত দালান কোঠা - অট্টালিকা! তবুও আমি অনন্তপথ হেটে ফেরা এক ফেরারী পান্থপথিক এই পৃথিবীর সরাইখানায়। আমি হেটে চলি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। কেউ আমাকে দেখে না, কেউ আমাকে চেনে না, কেউ আমাকে বুঝে না। কেউ পারেনা পড়তে আমার হৃদয়ের ভাষা। আমি এক ছায়া শরীর হয়ে পাড়ি দিই সহস্র যোজন। শুধু আকাশ ভরা তারার পানে মেলে ধরি যখন আমার এ হৃদয় - মিটি মিটি হাসে তারা - যেন বলে 'কোথায় যেন দেখেছি, কোন স্বপনের পাড়া!' নির্বাসিত আত্মা আমার তৃষ্ণার্ত মুসাফিরের মত খুঁজে ফিরে শ্যামল মরুদ্যান - এক দিঘি স্বচ্ছ জল - আমার উৎস্যস্হল - আমার জন্মভূমি। আর খুঁজতে খুঁজতে ফুরিয়ে আসে জীবন নাট্য, নিভে আসে মঞ্চের আলো, আর তার সাথে ম্লান হয়ে আসে চোখের জ্যোতি। তবে তীব্র থেকে তীব্রতর হয় আমার আত্মার আলো, তাকে যে চলতে হবে অনন্ত মহাকাশের সময় চক্রে। পিছে রেখে যায় সে কালের লেখনীতে জীবনের গদ্য - আর সেই গদ্যের পংক্তিতে পংক্তিতে বেজে উঠে জীবন চলার ছন্দময় কাব্য। ছন্দে ছন্দে হৃদয় ছুটে চলে মোর - উৎসের পানে - সেই মহাশক্তির অনির্বাণ আকর্ষনে। রূপকথার ফিনিক্সের মত হৃদয় আমার, আমারি অস্তিত্বের শেষ ছাই থেকে পাখা মেলে অনন্তে - মাটির সরাইখানা ছেড়ে। এতদিনে বুঝি ক্ষমা হোল তার নির্বাসন দন্ড।

অতিথি হৃদয় মোর ছুটে চলে নিজের ঠিকানায় - আলোর গতিতে। পেছনে রয়ে যায় শুধু একফোঁটা হৃদয় নিংড়ানো মাধবী নির্যাস - আমার আত্মজা। আমার ই রূপান্তরিত অমল রূপ - আত্মার শুদ্ধতম অর্ঘ - একবিন্দু আলোর চ্ছটা। তবুও সে আমার নয়। আমার ই মত তার শুরু কোন অনন্তে - আমার নয়, সময়ের কন্যা সে। আমারই মত উৎসের সন্ধানে একদিন সেও আলোর পাখী হয়ে ডানা মেলবে অনন্তে - মিলতে আমাতে॥

১লা ডিসেম্বর, ২০০৫